কৃপার প্রাবল্যই মূল কারণ। অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপা সাধারণী ও অসাধারণী ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে ভগবদ্বহির্মুখ সাধারণ জীবমাত্রের বুদ্ধীন্দ্রিয় প্রভৃতিকে যে নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার ক্ষমতা দান করেন, সেটি তাঁহার সাধারণী কৃপা অথবা কৃপা বলিয়াই আপাততঃ মনে হয় ; বস্তুতঃ সেটি কৃপা নহে। যেহেতুক জড়ীয়বস্তু ভোগের জন্য জীবমাত্রের ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্তি দান করিয়া নিজ স্বরূপানন্দ আস্বাদনে বঞ্চিত করা হয় বলিয়া ঐ সাধারণী কৃপার অপর নাম কৃপাভাস। আর একটি কৃপা অসাধারণী। অর্থাৎ যে কৃপায় জীবের বুদ্ধীন্দ্রিয় প্রভৃতির জড়ীয়বিষয় গ্রহণের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইয়া শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ প্রভৃতি আস্বাদন করিতে উন্মুখতা সম্পাদন করেন, তাহারই নাম শ্রীভগবানের অসাধারণী কৃপা। এই অসাধারণী কৃপাটি প্রাপ্ত-মহৎসঙ্গ জীবই লাভ করিতে অধিকারী। ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণের জীবের প্রতি পরম কারুণিকত্বগুণের অভিব্যক্তি বলিয়া শাস্ত্র কীর্ত্তন করেন। ভক্তে শ্রীভগবানের চিত্ত অনুরক্ত হওয়ার প্রতি নিজকৃপার প্রাবল্যই মূল কারণ। এই কথা বলিবার জন্য শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্ব্ববর্ণিত তাৎপর্য্যই প্রতিপাদন করিয়াছেন—

> কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
> সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্‌মনইন্দ্রিয়াণি।
> স্পন্দতি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ
> স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥

অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানই প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রবর্ত্তক। তাঁহারই প্রেরণায় তনু, বাক্, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিজ নিজ ব্যাপার করিতে সমর্থ হয়। অতএব, শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিবার সময় নিজের কোনই স্বাতন্ত্র্য নেই। ইহাই অনুভব করিয়া শ্রীমান্ মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন—হে বিভো! আমি কেমন করিয়া তোমাকে স্তব করিব? যে তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই প্রাণ নিঃশ্বাসাদি ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তোমারই প্রেরণায় দেহধারী জীবনমাত্রের—এমন কি ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং আমারও বাক্য, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব, কাহারও স্বতন্ত্রভাবে কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। তথাপি তোমাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহারা তোমাকে ভজন করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে তোমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত ভক্তি দ্বারাই বন্ধু (হিতকারী) রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব, তোমার পরম কৃপালুতার কোন্ অংশ বর্ণন করিতে আমি সমর্থ হইতে পারি? তোমার